Vol. 1 | No. 1 | 1957

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গ্রন্থ পরিচয় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)

Volume	1
Issue	1
Year	1957
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন
Published online	June 15, 1957
DOI	10.62328/sp.v1i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v1i1.8
Pages	১৪৩-১৪৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

গ্রন্থ পরিচয়: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)

Check for updates

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

সাহিত্য পত্রিকা
Shahitto Potrika

Online ISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 1
Number 1
Year 1957

সাহিত্য পত্রিকা: বর্ষা ১৩৬৪ (১৯৫৭)
বর্ষ: ১ সংখ্যা: ১ পৃষ্ঠা: ১৪৩-১৪৭

DOI 10.62328/sp.v1i1.8

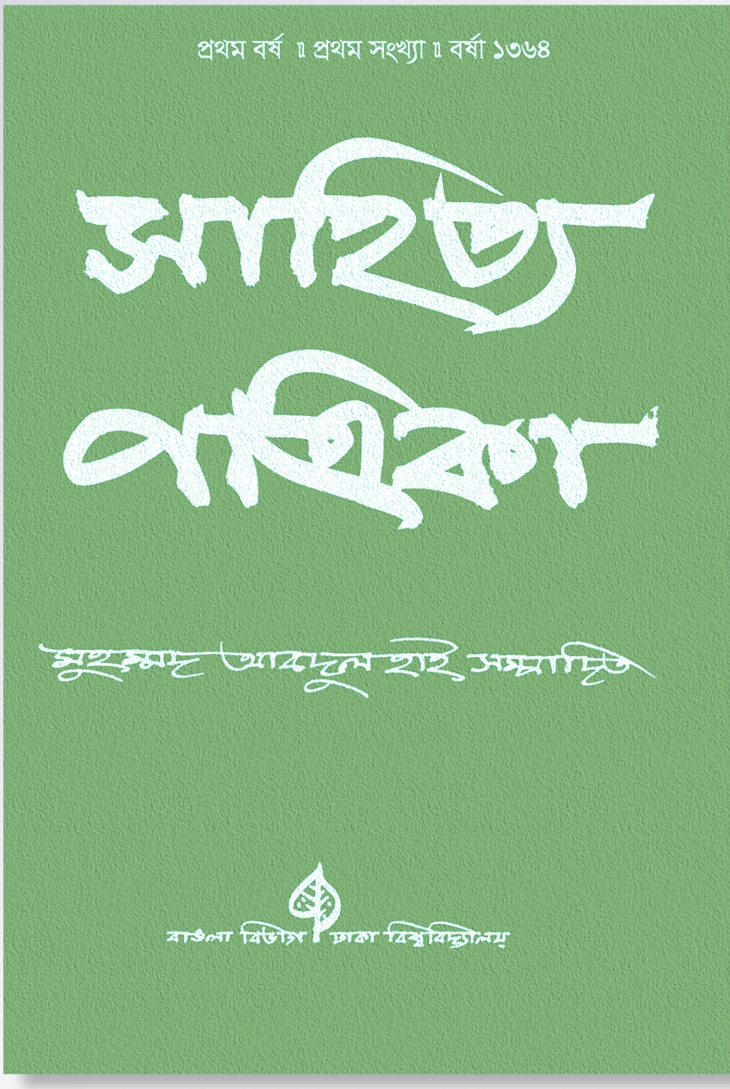

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থ পরিচয় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৫৬

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩২৯ ॥ মূল্য: ছয় টাকা

কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার ভার পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উপর। ইতিহাসটির দ্বিতীয় খণ্ড সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। এটি লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই এবং করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ সৈয়দ আলী আহসান। আধুনিক যুগ অর্থাৎ বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তানোত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এঁরা আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ও মধ্য যুগের ইতিহাস লিখেছেন ডক্টর শহীদুল্লাহ্, সেটি প্রকাশিত হবে পরে।

নানা কারণে আলোচ্য গ্রন্থটি বিদগ্ধ ও সাহিত্যামোদী সমাজের কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। প্রথমত প্রাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ ধরণের বই আর লেখা হয়নি। দ্বিতীয়ত বইটি লেখা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়। তৃতীয়ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রকাশের দায় গ্রহণ করে এর গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রামান্য ইতিহাস হিসাবেই বইটিকে বিচার করা বোধহয় কর্তব্য।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান প্রণীত এই বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তটিকে এ রকমের অন্যান্য বই এর সঙ্গে তুলনা করে দেখবার প্রবৃত্তি হওয়াও খুব স্বাভাবিক; কারণ বহু আশা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিতসমাজ এর প্রতীক্ষা করছিলেন। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, লেখকদ্বয় এই ইতিবৃত্তে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছেন কিনা বা সুবিদিত কোন তথ্যের উপর নতুন ভাবে আলোকপাত করেছেন কিনা। বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ইতিহাসগুলো

সম্বন্ধে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর অভিযোগ অনেক। পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলের দান, বিশেষত মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনার সম্যক পরিচয় খুব কম গ্রন্থেই পাওয়া যায়, পুঁথি সাহিত্যের উল্লেখ কচিৎ দেখা যায়। তাছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ধারা সম্পর্কে মামুলী কতকগুলো ধারণার পুনরাবৃত্তি থাকে সব ইতিহাসে।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান লিখিত এই ইতিবৃত্ত এগারোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। মোটামুটি ভাবে বাংলা গদ্যের আলোচনা করেছেন আবদুল হাই, এবং কবিতা ও নাটকের বিচার করবার ভার পড়েছে আলী আহসানের উপর। প্রথম পরিচ্ছেদে আবদুল হাই বৃটিশ আমলে বাংলা সাহিত্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকার উপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছেন।

এ ভাবে কাজ ভাগ করে নেওয়া সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় লেখকই একই বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় সামগ্রিক পরিকল্পনার দিক থেকে বইটির অঙ্গহানি হয়েছে বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের আলোচনা করেছেন আবদুল হাই, আলী আহসানের উপর ন্যস্ত হয়েছিল তাঁর কবিতা ও নাটকের ইতিহাস লেখার ভার। অথচ তাঁর অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সব রকমের রচনারই একটা পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। ফলে স্বভাবতই মনে হয় লেখকদের মধ্যে সংযোগের অভাব ছিল, তাছাড়া যাঁর উপর সবটা বইয়ের সম্পাদনার ভার ছিল তিনিও এ সব পুনরুক্তির দিকে বিশেষ নজর দিতে পারেননি।

যাঁরা ইংরাজী বা ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানতে চাইবেন যে এ ইতিবৃত্তে বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে কিনা। TAINE বা LEGONIS ও CAZAMIAN ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, উদাহরণত বলা চলে যে অধ্যাপক CAZAMIAN বিশ্বাস করেন যে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে একটা বিশেষ ধারা লক্ষ্য করা যায়। রোমান্টিক ও ক্লাসিকাল এই পরস্পরবিরোধী দুটো প্রবণতার প্রভাব ও আধিপত্য অধ্যাপক CAZAMIAN ইংরাজী সাহিত্যের সর্বত্র লক্ষ্য করেছেন এবং এদের সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে যুগে যুগে সাহিত্যের রূপ কিভাবে বদলিয়েছে তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে তাঁর লেখায় ।

মুহম্মদ আবদুল হাই বা আলী আহসান কেউ এরকম কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন নি। একদিক থেকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবকে ত্রুটি বলা চলে না। কারণ বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এখনও প্রামাণ্য তথ্যের বাহুল্য এমন নেই যার ফলে তথ্যের সত্যাসত্য বিচার করার চেষ্টা না করে তা বিশ্লেষণের দিকে ঐতিহাসিক তাঁর সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারেন। হুমায়ুন কবীরের 'বাঙলার কাব্যে' এ ধরণের দার্শনিক বিশ্লেষণের একটা নমুনা পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা হচ্ছে প্রধানত সমালোচনা গ্রন্থ। ইতিহাসে তাঁর বিশ্লেষণ নীতি অবলম্বন করতে গেলে নানা রকমের জটিলতার সৃষ্টি হত। আজকের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন তথ্যোৎঘাটন। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান সেদিকেই নজর দিয়েছেন বেশী।

এদিক থেকে মুহম্মদ আবদুল হাই লিখিত ইসলামী সাহিত্য শীর্ষক দীর্ঘ পরিচ্ছেদটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এতে প্রচুর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরিচয় আছে। বহু বিস্মৃত-প্রায় তথ্য, বহু মুসলমান সাহিত্যিকের রচনার সংবাদ এতে সমাবেশ করা হয়েছে। কোরাণ, কোরাণের অনুবাদ, পীর পয়গম্বরদের জীবনী সংক্রান্ত বহু অধুনাবিস্তৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম এ পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়।

কিন্তু তথ্যের সমাবেশ অধিক বলে দু এক জায়গায় ভালো মন্দের বিচার যেন বিশেষ হয়নি বলেই সন্দেহ জাগে। কোরাণের সব অনুবাদই বাংলা গদ্যের ইতিহাসে সমান মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী নয়। কিন্তু তর্জমাকারীদের উল্লেখ করা হয়েছে যে ভাবে তাতে সব জায়গায় তাদের মধ্যে তারতম্য করা মুশকিল।

অথচ দু এক পরিচ্ছেদে যতটা তথ্যের দরকার ছিল ততটা দেওয়া হয়নি রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কিত দুটি পরিচ্ছেদই এদিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের গদ্য বা পদ্য ও নাটকের ধারাবাহিক বিকাশ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা বই থেকে হয় না। আমরা পাই মতামতই বেশী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে কখন কি লিখেছেন, তার পরিচয় ততটা নেই যতটা আছে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাধারণ কতকগুলো উক্তি।

বাংলা নাটক শীর্ষক পরিচ্ছেদটি সম্পর্কেও এ অভিযোগ করা চলে। কয়েকজন মুসলমান নাট্যকারের রচনা সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য এ পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আধুনিক যুগের বাংলা নাটকের বিকাশ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য বাংলা সাহিত্যের

যে কোন ইতিহাসেই পাওয়া যায়, তার অনেকখানি বাদ পড়েছে। এর কোন সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত। এ রকমের একটি ইতিহাসে বাংলা নাটকের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ই আমরা আশা করি।

মুসলমান লিখিত নাটকের আলোচনায় এমন দু এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখা গেল যাঁরা সবেমাত্র নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন, সাহিত্যের ইতিহাসে এদের স্থান নির্ণয়ের সময় আসেনি, এ মত অনেকেই পোষণ করে।

এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক অর্থাৎ বিভাগোত্তর যুগ সম্বন্ধে ই এক কথা বলা দরকার। আমাদের বিশ্বাস যে অত্যাধুনিক বা সাম্প্রতিক সাহিত্য নিয়ে সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচনা না করাই নিরাপদ। অন্তত যেখানে সমালোচক ও আলোচ্য রচনার মধ্যে বছর দশেকের ব্যবধান নেই, সেখানে স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যের মূল্য যাচাই করা অসম্ভব। সমালোচক খুব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি হতে পারেন কিন্তু ভুল হওয়া তাঁর খুব স্বাভাবিক। CAMBRIDGE HISTORY OF ENGLISH LITERATURE যখন লেখা হয় তখন এই কারণে কোন জীবিত লেখকের নাম তাতে উল্লেখ করা হয়নি। শ এর মত নাট্যকারও এতে স্থান পাননি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানে লিখিত ইতিহাসে এ রকমের কড়াকড়ি করতে গেলে হয়ত মুসলমান সাহিত্যিক অনেকেই বাদ পড়বেন। কিন্তু তাই বলে যাঁরা সবেমাত্র কলম ধরেছেন তাঁদের রচনা নিয়ে আলোচনা করার সমীচীনতা ও সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে বৈ কি।

উর্দু কাব্যের সঙ্গে বাংলা কাব্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে আলোচনা গ্রন্থের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে সে সম্বন্ধে নানা কথা উঠবে। কারণ যাদের নাম সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের অনেকেই উর্দু জানেন না, এ কথা সর্বজনবিদিত। উৎসাহের আতিশয্য এখানে আছে কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ঘটেছে।

বিভাগোত্তর সাহিত্যের আলোচনায় মুহম্মদ আবদুল হাই ও আলী আহসান ঐতিহাসিকোচিত সংযমের ততটা পরিচয় দেননি যতটা দিয়েছেন স্বদেশপ্রীতিজনিত ভাবপ্রবণতার। ইতিহাসে এ ধরণের ভাবপ্রবণতার স্থান খুব কম। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মনে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সাহিত্যে তা কিভাবে রূপায়িত হয়েছে তার বিবরণ যদি তাঁরা দিতেন সেটা আপত্তিজনক হত

না। কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনায় দেখা যায় যে উভয় লেখকই ঐতিহাসিকের ভূমিকা ত্যাগ করে জাতীয়তাবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন ; ঐতিহাসিকের মধ্যে যে নির্লিপ্ততা আমরা দেখতে চাই, এ তা নয়। লেখকদের মতামতের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি পোষণ করেও একে আপত্তিজনক বলা যায়।

আর একটা প্রশ্ন এখানে তোলা চলে। বিভাগোত্তর যুগের ইতিহাসে পশ্চিম বঙ্গের কোন উল্লেখ এ ইতিহাসে নেই, অথচ ইতিহাসটি যে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য নিয়ে লেখা তার কোন ইঙ্গিত কোথাও দেওয়া হয়নি, তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্যের রূপ সত্যই বদলিয়েছে কিনা, বা বদলাবার সম্ভাবনা আছে কিনা, তা বিচার করা সম্ভব পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যের সঙ্গে এর তুলনা করে।

এ ধরণের দোষত্রুটি বইটিতে আছে, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম গ্রন্থ এটি নিশ্চয়ই। আমাদের সাহিত্যিক জীবনের একটা অভাব আংশিকভাবে হলেও এবার দূর হল, একথা নিসংশয়ে বলা যেতে পারে।

— সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন